৬ জানুয়ারি ২০২৬

ফেলানী হত্যার ১৫ বছর : বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও পুশইনসহ ও বিভিন্ন মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে অধিকার এর বিবৃতি

৭ জানুয়ারি ২০২৬ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র হাতে বাংলাদেশী কিশোরী ফেলানী হত্যার ১৫ তম বার্ষিকী। ২০১১ সালের এই দিনে বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশ ভারত-সীমান্তে গুলি করে এই কিশোরীকে হত্যা করে তাঁর লাশ সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখে। কিন্তু ফেলানী হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষ এবং তার নির্দেশদাতা উর্দ্ধতন কর্মকর্তার কোনো শাস্তি হয়নি। ফেলানী হত্যার প্রহসনমূলক বিচার বিএসএফ এর নিজস্ব আদালত জেনারেল সিকিউরিটি ফোর্সেস কোর্টে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই আদালত (জিএসএফসি) অভিযুক্ত অমিয় ঘোষকে নির্দোষ বলে রায় দেয়। পরবর্তীতে একই আদালত সেই রায় পুনর্বিবেচনার পর আগের রায় বহাল রেখে অমিয় ঘোষকে নির্দোষ ঘোষণা করে।

বিএসএফ এর হত্যাকাণ্ডের শিকার ফেলানীসহ কিছু শিশু-

মনজুয়ারা (১২), নিহত- ০৬.১১.০৯

হাসনাত হালসাম ইনু (১৫), নিহত- ২১.০১.১০

ফেলানী (১৫), নিহত- ০৭.০১.১১

স্বর্ণা দাস (১৩), নিহত- ০২.০৯.২৪

জয়ন্ত কুমার সিনহা (১৫), নিহত- ০৯.০৯.২৪

ফেলানী হত্যা ছিল বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতির একটি চরম দৃষ্টান্ত। সীমান্তে বাংলাদেশী শিশু কিশোরদের হত্যা-নির্যাতন বিএসএফ'র জন্য নতুন কিছু নয়। ২০০৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ২৪ জন শিশু কিশোরকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) হত্যা করে। উদাহরন হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, ২০১০ সালে বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতনে হাসনাত হালশাম (১৫) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হন।[১] ২০০৯ সালে মনজুয়ারা (১২) নামে একজন শিশু[২] এবং ২০১৭ সালে সোহেল রানা ও হারুন অর রশীদ নামে আরো দুইজন স্কুল ছাত্র[৩], ২০১৯ সালে সোহেল রানা বাবু (১৪)[৪],

[১] বিস্তারিত জানার জন্য অধিকারএর তথ্য অনুসন্ধার প্রতিবেদন দেখুন, জানুয়ারি ২০১০; http://odhikar.org/a-young-boy-died-after-being-tortured-by-bsf-in-the-thakurpur-border-at-damurhuda-chuadanga/

[২] বিস্তারিত জানার জন্য অধিকারএর তথ্য অনুসন্ধার প্রতিবেদন দেখুন, https://odhikar.org/wp-content/uploads/2012/09/Kurigram-Monjuara-Killed-Roumari-Border-Eng-2008.pdf

[৩] ডেইলি স্টার, ২০ জুন ২০১৭; https://www.thedailystar.net/country/bsf-kills-2-bangladeshi-teens-jhenidah-border-1422979

২০২২ সালে স্কুলছাত্র মিনারুল ইসলাম (১৬) ২০২৪ সালে স্বর্ণা দাস নামে এক ১৪ বছরের কিশোরী[৫], ও জয়ন্ত কুমার সিংহ নামে এক ১৫ বছরের কিশোরসহ[৬] ২৫ জন শিশু-কিশোরকে বিএসএফ গুলি করে হত্যা করে।[৭]

কর্তৃত্ববাদী পতিত শেখ হাসিনা সরকারকে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসনের পাশাপাশি তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর নির্যাতন ও নিপীড়ন সমস্ত সীমা অতিক্রম করে। পৃথিবীর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তই একমাত্র সীমান্ত যেখানে প্রতিনিয়ত হত্যার ঘটনা ঘটছে। প্রতি বছরই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বহু সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ এর গুলিতে অথবা নির্যাতনে হয় মৃত্যুবরণ করছেন অথবা আহত হচ্ছেন। এমনকি বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে অপহরন এবং লুটপাট করছে। অথচ দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু ভারত দীর্ঘদিন ধরে ওই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে। আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যার একটিরও বিচার হয়নি এবং ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন আলোচনায় ভারত সরকার সীমান্ত এলাকায় মারণাস্ত্র ব্যবহার না করার আশ্বাস দিলেও তা কার্যকর করেনি।

অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিএসএফ ৬২৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করে। এছাড়া একই সময়ে বিএসএফ ৮০৮ জন বাংলাদেশী গুলিতে আহত এবং নির্যাতনের শিকার হন। এসময়ে ৫৪৯ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুধুমাত্র ২০২৫ সালেই বিএসএফ ৩২ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সুদীর্ঘ চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশী স্থল সীমান্ত আছে, যার প্রায় পুরোটাই কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে ভারত।[৮] ভারতীয় শাসক গোষ্ঠি বাংলাদেশে তার স্বার্থ বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করে উসকানিমূলকভাবে গত ৭ মে থেকে দেশটিতে অবস্থানকারী বাংলাদেশী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি[৯] এবং ভারতীয় মুসলিম নাগরিকদের জোর করে এমনকি রাতের আধাঁরে বাংলাদেশে পুশ ইন (ঠেলে পাঠানো) করেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যাঁদের পাঠানো হচ্ছে, তাঁদের অধিকাংশ ব্যক্তিকেই অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে শূন্যরেখা অতিক্রমে বাধ্য করা হয়েছে। এমনকি তাঁদের মালামাল ও নগদ অর্থ ছিনিয়ে নিয়েছে বিএসএফ সদস্যরা।[১০]

---

[৪] নিউ এজ, ২৯ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/63200/bsf-shoots-at-yet-another-bangladeshi-on-thakurgaon-border

[৫] নয়াদিগন্ত, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/city/860914/

[৬] প্রথম আলো, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/hvdjuikisk

[৭] প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/briog2fncs

[৮] নয়াদিগন্ত ৩ অক্টোবর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/445062/

[৯] বড়লেখায় ১২ রোহিঙ্গাসহ ১৬ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ, সমকাল ২৪ জুন ২০২৫; https://samakal.com/whole-country/article/301873/

[১০] বিএসএফ আমাদের সব টাকা রেখে দিয়েছে যুগান্তর, ১২ জুন ২০২৫; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/964173

ফেলানীসহ বিএসএফ সদস্যদের দ্বারা বাংলাদেশী নাগরিকদের সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর বিচারের জন্য অধিকার দাবি জানাচ্ছে। এছাড়া অধিকার বাংলাদেশের ওপর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অধিকার মনে করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই এই ধরনের আগ্রাসনকে মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশকে তিনদিক থেকে ঘিরে রাখা ভারতের মতো একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। তা না হলে এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক অসন্তোষ দানা বেঁধেছে তা শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

Human Rights Violation by Indian Border Security Force (BSF) against Bangladeshi Citizens: 2009 - 2025

Years (s)	Killed	Injured	Abducted	Missing	Rape	Snatching/ Looting	Push in	Other	Grand Total
2025	32	34	17	0	0	0	2425	0	**2508**
2024	24	29	0	0	0	0	0	0	**53**
2023	28	28	7	0	0	0	0	0	**63**
2022	18	21	0	0	0	0	0	0	**39**
2021	17	12	0	0	1	0	0	1	**31**
2020	51	27	7	0	0	0	0	0	**85**
2019	41	40	34	0	0	0	0	0	**115**
2018	11	24	16	0	0	0	0	0	**51**
2017	25	39	28	0	0	0	0	0	**92**
2016	29	36	22	0	0	0	0	0	**87**
2015	44	60	27	1	0	0	0	0	**132**
2014	35	68	99	2	0	0	0	5	**209**
2013	29	79	127	0	1	77	41	0	**354**
2012	38	100	74	1	0	9	0	16	**238**
2011	31	62	23	0	0	0	0	9	**125**
2010	74	72	43	2	0	1	5	0	**197**
2009	98	77	25	13	1	1	90	3	**308**
Grand Total	**625**	**808**	**549**	**19**	**3**	**88**	**2561**	**34**	**4687**

অধিকার এর ডকুমেন্টেশন

বার্তা প্রেরক

অধিকার টিম
www.odhikar.org

Website: www.Odhikar.org
Email: Odhikar.bd@gmail.com, Odhikar.documentation@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Odhikar.HumanRights
Twitter: @odhikar_bd
Cell Number: +880 1335 084 080